EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শরণখোলায় সিডর-দুর্গত এলাকায় সফর শেষে রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বিবৃতি

ঢাকা, ২৩ শে জুন -- যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি আজ বাগেরহাট জেলার শরণখোলায় সিডর-দুর্গত এলাকা পরিদর্শন শেষে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

(বক্তৃতা শুরু)

আস্‌সালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন। শরণখোলায় এসে আমি আনন্দিত। সিডর-দুর্গত এলাকায় এটি আমার প্রথম সফর। সারাদিন অনেক সাহসী মানুষের সাথে আমার দেখা হয়েছে। প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করা এসব বীরদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরে আমি সম্মানিতবোধ করছি। ঘূর্ণিঝড়ের সময় যেসব পরিবার নিজেদের প্রিয়জন হারিয়েছে এবং যাদের জীবন-জীবিকা ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আমি সেসব পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

বাংলাদেশ আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ মিত্র ও বন্ধু। বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে দীর্ঘ-মেয়াদি সম্পর্ক। এদেশের স্বাধীনতার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে এ পর্যন্ত পাঁচশত কোটি ডলারের বেশি সাহায্য প্রদান করেছে। আমাদের বার্ষিক সহায়তা কর্মসূচির গড় পরিমাণ দশ কোটি ডলার। আমরা এই দৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধন অব্যাহত রাখতে চাই এবং আরো সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করতে চাই।

ঘূর্ণিঝড় সিডরে সাড়াদান যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনই প্রমাণ করে। ঘূর্ণিঝড় সিডর ও বিশ্বব্যাপী মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আমরা এবছর আমাদের খাদ্যসাহায্য দ্বিগুণ করেছি। সিডর-আক্রান্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় জরুরি সরবরাহ পৌঁছে দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের অব্যবহিত পরই যুক্তরাষ্ট্র জরুরি সাহায্য ও সরঞ্জাম সহায়তা হিসেবে এক কোটি ৯৫ লক্ষ ডলার প্রদান করেছে। আমাদের

নিয়মিত খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি (২০০৮ সালে প্রায় চার কোটি ৮০ লক্ষ ডলার) চর, হাওড় ও উপকূলীয় অঞ্চলের ৩,৫০০টি প্রত্যন্ত ও বিপন্ন গ্রামে এবছর পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও জরুরি খাদ্য সাহায্য হিসেবে অতিরিক্ত তিন কোটি ডলার ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকায় দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তায় সাহায্য করতে প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন আমেরিকান খাদ্যশস্য নিয়ে গত মে মাসে 'ইউএসএস লিবার্টি ঈগল' চট্টগ্রামে পৌঁছে, যেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম।

আমি এখানে আনন্দের সাথে ঘোষণা করতে চাই যে ইউএসএআইডি 'হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল'কে এক লক্ষ ডলার অনুদান দিচ্ছে, যা ঘূর্ণিঝড় সিডর দুর্গত অঞ্চলে পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে সমভাবে আগ্রহী, যাকে আমি 'থ্রি ডি' বলে অভিহিত করেছি। আমি মনে করি বাংলাদেশের সামনে মূল চ্যালেঞ্জ হল গণতন্ত্রের প্রসার, উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সন্ত্রাসবাদ প্রত্যাখান করা। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে থাকবে।

==========

 # বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/ ২০০৮

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov *এবং ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *) যোগাযোগ করুন।*